দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড

ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে ইংরেজী বিজ্ঞান তথ্য প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গুরুত্ব পাবে

রিয়াজ চৌধুরী

মাদরাসা বোর্ডকে অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করে বলা হয়েছে, বর্তমানে মাদরাসা বোর্ড যে দায়িত্ব পালন করছে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা সেসব দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মাদরাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। তাই উল্লেখিত সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া মাদরাসা শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চপর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে বলে শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সব স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা তদারকি, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ধারা মত

পৃঃ ৫ কঃ ৬

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে ইংরেজী, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী, আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, মঞ্জুরি, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে শিক্ষানীতি প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদরাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (ইংরেজী, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, কলা, কারিগরি শিক্ষা) বিভিন্নপর্যায়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল। ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়নে মাদরাসা বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মাদরাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বর্তমানে দেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, ফাজিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি হিসেবে প্রচলিত আছে। একে পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর এবং দাখিল চার বছর করা হবে। উচ্চ শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে ফাজিল তিন থেকে চার বছর, কামিল দুই থেকে এক বছর মেয়াদি করা যেতে পারে। শিক্ষার অন্যান্য ধারার সাথে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ যেমন-বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক পড়তে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্য প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখার লক্ষ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।